প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নামঃ ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

	মোট	জিওবি (বৈ:মু:)	প্রঃসাঃ
মূল অনুমোদিত	১০১.৫৪	১০১.৫৪ (৭২.৮১)	-
১ম সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	৪১১.১০	৪১১.১০ (২৬৮.৬৪)	-

প্রকল্প এলাকাঃ

জেলা- ঠাকুরগাঁও, উপজেলা- ঠাকুরগাঁও সদর

প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার বর্তমান ছবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- উৎপাদন বহুমুখীকরেনর মাধ্যমে চিনির পাশাপাশি রিফাইন্ড সুগার, বীট সুগার, রেকিটফাইড স্পিরিট, বায়োগ্যাস ও বায়ো-কম্পোষ্ট উৎপাদনের মাধ্যমে মিলের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করে মিলটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারেরর মাধ্যমে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক মিলের নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে দেশের আংশিক বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ করা;
- চিনিকলের প্রেসমাড ও ইথানল প্লান্টের বর্জ্য হতে বায়ো-কম্পোষ্ট উৎপাদনপূর্বক রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জমিতে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা;
- জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে বায়োগ্যাস ও আখের ছোবড়া ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জ্বালানী খরচ সাশ্রয় এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা;
- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা এবং মিল এলাকার জনসাধারণ বিশেষত: আখ চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের সুফল

- বিদ্যুৎ পিবিএস/ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ/বিক্রয় করে মিলের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে অবদান রাখবে।
- আমদানীকৃত ‘র’ সুগার হতে হোয়াইট সুগার উৎপাদন করে দেশের চিনির চাহিদা আংশিক পূরনে অবদান রাখবে এবং চিনির উৎপাদন খরচ গড়ে হ্রাস পাবে।
- সুগার মিলের উপজাত মোলাসেস (চিটাগুড়) হতে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য বিভিন্ন ধরনের এলকোহল তৈরী করতঃ বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে মিলটি আর্থিকভাবে লাভবান হবে।
- ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে বায়োগ্যাস জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে জ্বালানী সাশ্রয় হবে এবং CDM (Clean Development Mechanism) এ অবদান রাখবে।

প্রকল্পের সুফল

- বায়োকম্পোস্ট জমিতে ব্যবহারের ফলে মাটির জৈব উপাদান বৃদ্ধি করে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়িয়ে ফলন বৃদ্ধি করবে এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।
- মিল সারা বছর উৎপাদনমুখী থাকবে ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে এবং দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখবে।
- মিল এলাকায় আর্থিক কর্ম চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে এবং যোগাযোগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আর্থিক সুফল

- ❖ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে বার্ষিক সম্ভাব্য সাশ্রয় গড়ে প্রায়- ৯.২২ কোটি টাকা;
- ❖ গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বার্ষিক সম্ভাব্য আয়- ৮.০০ কোটি টাকা;
- ❖ বায়ো-কম্পোস্ট এর মূল্য বাবদ বার্ষিক সম্ভাব্য আয়- ৫.৪০ কোটি টাকা;
- ❖ বিভিন্ন ধরনের এ্যালকোহল/ স্পিরিট স্থানীয় ও বৈদশিক বাজারে বিক্রয়লব্ধ সম্ভাব্য বার্ষিক গড় আয় - ৩৩০.০০ কোটি টাকা;
- ❖ শুল্ক বাবদ সরকারী কোষাগারে সম্ভাব্য অর্থ জমা – ৬০.০০ কোটি টাকা।

ধন্যবাদ